দৈনিক বাংলা

তারিখ 06 MAR 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা তথ্য ও পরিকল্পনা
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

9

মেডিক্যালে শূন্য আসন

চলতি শিক্ষাবর্ষে দেশের আটটি মেডিক্যাল কলেজে ১৯২টি আসন শূন্য রয়েছে বলে 'দৈনিক বাংলার রিপোর্টে' জানা গেছে। ওয়েটিং লিস্টের নিয়ম বাতিল হওয়াতে এই সব শূন্য আসন পূরণ করার কোন উদ্যোগ নেয়া হবে না। অর্থাৎ আসনগুলি শূন্যই থাকবে।

আসন সংখ্যা কম বলে ভর্তি সংকট যখন প্রকট, তখন মেডিক্যাল কলেজের এতগুলি আসন শূন্য রাখার সিদ্ধান্ত আমরা সহজ-ভাবে গ্রহণ করতে পারছি না। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই কিছু নিয়ম-কানুন আছে মানি। কিন্তু এসব নিয়ম-কানুন যে অলংঘনীয় নয় তা মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ নিজেরাই বার বার নিয়ম-কানুনের হেরফের করে প্রমাণ রেখেছেন। প্রথম দফায় নির্বাচনে সব সিট পূর্ণ না হলে দ্বিতীয় দফায় নির্বাচনের প্রয়োজন আমাদের দেশের শিক্ষাঙ্গনে অবশ্যই আছে। না হলে এ রকম আইন শিক্ষা সংকোচনের পক্ষেই যাবে।

প্রতিবছর এইচএসসি পাস করা হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী মেডিক্যাল কলেজ, প্রকৌশল ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্যে ছটফট করে হয়রান হয়ে যায়। পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মেডিক্যাল কলেজে সাধারণভাবে সিট কমই থাকে। এবার মেডিক্যাল কলেজ থেকে যারা বাদ পড়ল তারা অন্যখানে ভর্তি হবার চেষ্টা করবে। কিন্তু সিট-সংকট সর্বত্রই। তাদের জন্যে জায়গা করতে হলে অন্যরা বাদ পড়বে। অথবা তাদেরই বাদ পড়তে হবে।

আমাদের দেশে চিকিৎসকের প্রয়োজন আছে। জনসংখ্যার তুলনায় চিকিৎসকের সংখ্যা নিতান্তই কম। সেদিক থেকে বিচার করলেও চলতি শিক্ষাবর্ষে এতগুলি আসন শূন্য রাখার সিদ্ধান্ত শুধু অযৌক্তিকই নয়, অদূরদর্শিতার পরিচায়কও। এমনিতেই ভর্তির ব্যাপারে কড়াকড়ি নিয়ে একটু কড়াবাড়িই হয়ে যায়। এতে কি চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষার আভিজাত্য বাড়ে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ধারণা? ধারণা যাই হোক আমাদের দেশের শিক্ষা পরিস্থিতির বাস্তব প্রেক্ষাপটে বিষয়টা পুনর্বিবেচনার দাবী রাখে।